# শাহজাদপুরের তাঁতশিল্প : উৎপাদন ও ঐতিহ্যের সংকট

রাজীব অধিকারী*

[সারসংক্ষেপ : বাংলার ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পের সুদীর্ঘ ইতিহাসে শাহজাদপুরের তাঁতশিল্প একটি উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ নাম। স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও গুণগতমান শাহজাদপুরের তাঁতশিল্পকে এক অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত করেছে। ঐতিহ্যবাহী এই লোকশিল্পের উদ্ভাবন, উন্নয়ন, প্রসার এবং কালের বিবর্তনে সময়োপযোগী করে টিকিয়ে রাখতে এ অঞ্চলের গ্রামীণ তাঁতি সমাজের ভূমিকা প্রশংসার দাবিদার। তবে যন্ত্রচালিত তাঁতের সাথে প্রতিযোগিতা, প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং সঠিক মূল্যায়নের অভাবে এ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প আজ তার গৌরব হারাতে বসেছে। শাহজাদপুরের তাঁতশিল্পের গৌরবময় অতীত ঐতিহ্য ও উৎপাদন ব্যবস্থার সার্বিক মূল্যায়ন এবং কালবিবর্তনে সেই ঐতিহ্য সংকটের কারণ অনুসন্ধানই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।]

একটি টেকসই বাজার ব্যবস্থার জন্য সবার আগে দরকার উৎকর্ষ ও উৎপাদনের সুনিপুণ সমন্বয়। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় চাহিদা ও জোগান, সরবরাহ ও উৎপাদন এবং পণ্য-বাণিজ্যের দ্বান্দ্বিকতায় উৎকর্ষ ম্লান হয়ে যায়। এই দ্বান্দ্বিকতার উপস্থিতি দেখা যায় উৎপাদন ও ঐতিহ্যের মধ্যেও। ঐতিহ্যের রক্ষণশীলতা এবং উৎপাদনের প্রতিযোগিতা পণ্যের গুণগত মানের ওপর একদিকে যেমন প্রভাব ফেলে, তেমনি প্রভাবিত করে পণ্যের প্রসিদ্ধি ও বাজার ব্যবস্থাকেও। বাংলাদেশে অঞ্চলভিত্তিক যেসব ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বাজার রয়েছে, তাতেও প্রায়ই এ ধরনের সংকটের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। চাহিদার আধিক্য, নতুন নতুন উৎপাদন-প্রযুক্তির উদ্ভাবন, অধিক মুনাফার বাসনা, দূরদর্শিতার অভাব এবং গুণগত মানের ব্যাপারে আপস উৎপাদন ও ঐতিহ্যের ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায়, ক্ষুদ্র পরিসরে অনুন্নত প্রযুক্তিতে পণ্যের যে গুণগত মান পাওয়া যেত, প্রযুক্তির উৎকর্ষে বৃহত্তর চাহিদার জোগানে সেই মান মুখ থুবড়ে পড়ছে। বর্তমান গবেষক পর্যবেক্ষণ করেছেন, কেবল মানের ক্ষেত্রেই নয়, বৃহত্তর উৎপাদনমুখিতা সৃষ্টি করে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক সংকটও। প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার বাজার হারানো, যন্ত্রের উৎকর্ষে শ্রমিকের অবস্থান হারানো, কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং পর্যাপ্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবই ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ঐতিহ্য রক্ষায় প্রধান প্রধান বাধা। সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার তাঁতশিল্পের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, শতবর্ষী এই শিল্পটি ক্রমবিকাশমান। তাঁতিদের হাতে-বোনা কাপড় একসময় দেশের সীমা পেরিয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিল তার গুণগত মানের জন্য। শাহজাদপুরের সেই তাঁতশিল্প এখন চাহিদা ও জোগানের সূত্রে বৃহত্তর উৎপাদনে দেশের তাঁতবস্ত্রের বাজারে ভূমিকা রাখছে। উপজেলায় আয়োজিত নিয়মিত হাটে দেশি-বিদেশি ক্রেতার ভিড় আপাতদৃষ্টিতে এখানকার তাঁতবস্ত্রের চাহিদার প্রমাণ দেয়। তবে বৃহত্তর চাহিদার বিপরীতে উৎপাদন অব্যাহত রাখার বাণিজ্যিক কৌশলে হারিয়ে যাচ্ছে পুরাতন প্রযুক্তি ও তার শিল্পী। আবার কখনো আপস করা হয় কাঁচামালের গুণগত মানের সঙ্গে। এতে বেশ কয়েকটি সংকট

* প্রভাষক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বাংলাদেশ অধ্যয়ন বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

প্রতীয়মান হয় : ১. পুরাতন প্রযুক্তির তাঁতিরা পিছিয়ে পড়ছেন, ২. তাঁতিদের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য দেখা দিচ্ছে, ৩. পুরাতন প্রযুক্তি নতুন প্রযুক্তির কাছে উৎপাদনের বিবেচনায় পিছিয়ে থাকছে, ফলে হারিয়ে যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী যন্ত্রসমূহ, ৪. চাহিদার বিপরীতে জোগান অব্যাহত রাখায় পণ্যের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, ৬. ক্ষেত্রবিশেষে তাঁতিদের পিছিয়ে পড়ায় ঐতিহ্যবাহী পণ্যসমূহের উৎপাদনও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শাহজাদপুর উপজেলার তাঁতশিল্পের এই নানামুখী সংকট উদ্‌ঘাটন ও পর্যালোচনাই বর্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

## ২. শাহজাদপুরের তাঁতশিল্পের ঐতিহাসিক পরিচয়

শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি উপজেলা। বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অস্তিত্ব থাকলেও এ অঞ্চলের মানুষের জীবিকার প্রধান উৎস তাঁতশিল্প। প্রাচীন ইতিহাসের বিভিন্ন উৎসে শাহজাদপুরের তাঁতশিল্পের একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। সুনিপুণ কারিগর, উৎপাদন প্রযুক্তি ও মানসম্মত তাঁতপণ্য প্রভৃতি কারণে একটা সময় শাহজাদপুরের তাঁতশিল্পের সুনাম দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁতশিল্পের সমৃদ্ধির পাশাপাশি তাঁতিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাও ছিল বেশ উন্নত।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক) ও Periplus of Erythrean Sea (AD. 59–62) গ্রন্থে যেমন উল্লেখ আছে তেমনি ইবনে বতুতা (১৩০৪–১৩৬৮), মার্কো পোলো (১২৫৪–১৩২৪), র‍্যালফ ফিৎস (১৫৫০–১৬১১), বার্নিয়ার (১৬২৬–১৬৮৮) ও ট্যাভার্নিয়ার (১৬০৫–১৬৮৯) প্রমুখ ভ্রমণকারীর বর্ণনায়ও তার প্রমাণ পাওয়া যায় (সিরাজুল, ১৯৯৩ : ২৪৮)। বাংলার তাঁতশিল্পের মতো সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার তাঁতশিল্পের সু-প্রাচীনতার প্রমাণ না থাকলেও এ অঞ্চলের তাঁতশিল্প যে শতবছরের প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক তা বলা যায়।

*শাহজাদপুরের ইতিকথা* বইয়ের লেখক এড. আনোয়ার হোসেনের মতে, বাংলার সুবেদার ফররুখ সিয়ার (১৬৮৫-১৭১৯) এর সময়ে ঢাকা ও পাবনাতে তাঁতশিল্প গড়ে ওঠে। কারণ হিসেবে তিনি মনে করেন যে, ঢাকার সাথে পাবনার নদীপথে এবং সড়ক পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল। তৎকালে পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার শাহজাদপুর, উল্লাপাড়া, বেলকুচি এবং সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার একটি অংশে তাঁতশিল্প প্রতিষ্ঠা লাভ করে (আনোয়ার, ২০১৫ : ১০৩)। কয়েক দশকের মধ্যেই শাহজাদপুরে তাঁতশিল্প বিকাশ লাভ করে এবং একটি তাঁত সমৃদ্ধ এলাকায় পরিণত হয়।

অষ্টাদশ শতকে হরিপল, শ্রীপুর (রাজশাহী জেলায় অবস্থিত) সহ উত্তরাঞ্চলের বেশ কয়েকটি স্থান কোসা, এলাচি, হাম্মাম চৌতাহ, শশী, শিরসাকার, বাফতা, সেনো, মলমল এবং তানজিব উৎপাদনের জন্য খ্যাতি অর্জন করে বলে জানা যায় (সিরাজুল, ১৯৩৩ : ২৫৪)। শাহজাদপুরের তাঁতশিল্পের ইতিহাস অনুসন্ধানে জানা যায় একই সময়ে এখানকার তাঁতশিল্পও বিকাশ লাভ করে।

১৮৯১ সালে পাবনা শহরতলীর শিবরামপুর নিবাসী আজগর আলী কারিগর 'তানা হাটা' (Warping drum) আবিষ্কার করেন। এর ফলে দ্রুততার সাথে তানা মোড়ানোর প্রক্রিয়া যাত্রা শুরু করলে শাহজাদপুরের তাঁতশিল্পে এর প্রভাব পড়ে এবং শিল্পটি প্রসার লাভ করে (আনোয়ার, ২০১৫ : ১০৮)।

১৯২৩ সালের পাবনা জেলা গেজেট অনুসারে সে সময় পাবনা জেলায় তাঁতের সংখ্যা ছিল ৯,৫০০টি। এর মধ্যে ৩,০০০ টি ছিল ফ্লাই শাটল (Fly Shuttle)[৩] বা খটখটি তাঁত। এ সকল তাঁত থেকে বছরে গড়ে প্রায় ৭৫,০০,০০০ গজ কাপড় তৈরি হতো। গেজেটিয়ারে উল্লেখ আছে যে, এ সময় কলকাতার অভিজাত শ্রেণীর জন্য উত্তম তাঁতের পণ্য তৈরি হতো- সিরাজগঞ্জ মহকুমার সাদুল্লাপুর, নিশ্চিন্তপুর এবং আমিনপুরে। আর স্থানীয় পোশাকের জন্য সিরাজগঞ্জ মহকুমার শাহজাদপুর, ডেলমার হাট (বেলকুচি), সোহাগপুর ও কৈজুরী উল্লেখযোগ্য তাঁতের কেন্দ্র ছিল (Gazettes, 1923 : 62–63)। বাংলা ১৩৩৩ সালে শাহজাদপুরে তাঁতের সংখ্যা ছিল ২০০ টি (আনোয়ার, ২০১৫ : ১০৯)। খটখট শব্দে মুখরিত থাকত তাঁত প্রধান গ্রামগুলো। শুধু শাহজাদপুর নয় হস্তচালিত তাঁতভিত্তিক সুতিবস্ত্র ছিল এ সময় সর্বত্র বিস্তৃত। রবার্ট ওরমে (Robert Orme) এ সম্পর্কে বলেন যে, "করমণ্ডল উপকূলে বা বাংলায় 'সদর' রাস্তা বা কোনো প্রধান শহর থেকে কিছু দূরে অবস্থিত এমন কোনো গ্রাম পাওয়া কঠিন ছিল, যেখানে প্রত্যেক নারী, পুরুষ এবং বালক-বালিকা একখণ্ড কাপড় তৈরিতে নিয়োজিত নেই" (Robert, 1805 : 409)।

পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭–১৯৭১) চট্টগ্রাম বাজারে পাবনা জেলার অন্তর্গত শাহজাদপুরের শাড়ির একচেটিয়া বাজার ছিল, যা তৎকালে শাহজাদপুরের তাঁতশিল্পের সমৃদ্ধির পরিচয় বহন করে। পাবনার বেড়া, শাহজাদপুর, দোগাছি, এনায়েতপুর, সোহাগপুর, শিবরামপুর, খুকনি প্রভৃতি স্থানে অতি সুন্দর ও মনোহর শাড়ি প্রস্তুত হতো। এ অঞ্চলের তাঁতিদের তৈরী শাড়ির কদর মুঘল আমল থেকেই চলে আসছে (শামসুজ্জামান, ২০১৯ : ২৫৩–২৫৪)।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁতের উন্নয়নে ছিলেন গভীর আগ্রহী। এ কারণেই স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ১৯৭২ সাল থেকেই তাঁতশিল্পের মানোন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ সময় থেকে শাহজাদপুর একটি উল্লেখযোগ্য তাঁত প্রধান এলাকা হিসাবে বিবেচিত হয়।

শাহজাদপুরে ঠিক কবে থেকে তাঁতশিল্প গড়ে উঠতে শুরু করেছে তার সঠিক ইতিহাস জানা না গেলেও প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণ বিশ্লেষণে একথা বলা যায় যে, অষ্টাদশ শতকের শুরুতে বা তারও কিছু আগে কোনো একটা সময় শাহজাদপুরে তাঁতশিল্পের গোড়াপত্তন হয়। প্রথম দিকে স্থানীয় প্রয়োজনে তাঁত প্রতিষ্ঠিত হলেও কালক্রমে তার বাণিজ্যিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং বিকশিত হয়। ব্রিটিশ শাসনের শেষ কয়েক দশক থেকে শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম দশকে শাহজাদপুরের তাঁতশিল্পের গৌরবময় ঐতিহ্য উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছায়।

ড. মুহম্মদ আব্দুল জলিল তাঁর *শাহজাদপুরের ইতিহাস* বইয়ে তাঁতপ্রধান শাহজাদপুরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিষয়ে মন্তব্য করেন যে, "তাঁতশিল্পের কারণে শাহজাদপুর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যেকোনো অঞ্চল থেকে সমৃদ্ধির শীর্ষস্তরে উপনীত একথা বলার অপেক্ষা রাখে না" (জলিল, ২০০৯ : ১৬৩)।

## ৩. শাহজাদপুরের তাঁতশিল্পের ঐতিহ্য

উৎপাদিত তাঁতপণ্য, ব্যবহৃত প্রযুক্তি, কাঁচামাল ইত্যাদি বিষয়ের নিরিখে শাহজাদপুরের তাঁতশিল্পের ঐতিহ্য অনুসন্ধানই এই অংশের লক্ষ্য। নিচে পর্যায়ক্রমে বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হলো :

### ৩.১ তাঁতপণ্য

... গেঞ্জি ভাল পাবনার বাড়ি,
রং-বেরঙের তাঁতের শাড়ি,
দোগাছি আর সাজাদপুরে তাঁতে
নাম উজালা গো ...
(জলিল, ২০০৯ : ৫২)।

লোককবির এই প্রশস্তিতে শাহজাদপুরের প্রসিদ্ধ তাঁতশিল্পের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মূলত বহুকাল ধরে উন্নত তাঁতপণ্যের জন্য শাহজাদপুরের খ্যাতি সুদূর প্রসারিত। বিজয়রাম সেন তাঁর 'তীর্থমঙ্গল' (১৭৭৭) কাব্যে বাংলার বিভিন্ন স্থানে শতরঞ্জি, দুলিচা, গালিচা তৈরি হতো বলে জানিয়েছেন। হাদিকাৎ-উল-আকালিম গ্রন্থে ঘোড়াঘাট (রংপুর) সহ উত্তরাঞ্চলে চটের কার্পেট বোনা হতো বলে উল্লেখ পাওয়া যায় (সুবোধ, ২০০১ : ৭১)। ১৯২৩ সালের পাবনা জেলা গেজেটে এ অঞ্চলে খুব উন্নতমানের তাঁত পণ্য হিসাবে চাদরের কথা উল্লেখ আছে (গেজেট, ১৯২৩ : ৬৩)। শাহজাদপুর উপজেলার হামলাকোলা গ্রামের মোঃ শুকুর আলীর[৩] বক্তব্যেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে, এ অঞ্চলে এক সময় চাদর বোনা হতো। তবে কালের বিবর্তনে এখন আর বোনা হয় না (২৯ মে ২০২০)। তাঁতনির্ভর পেশাজীবী সম্প্রদায় যে একসময় বেশ সচ্ছল জীবনযাপন করত, নিম্নোক্ত চরণগুলো যেন তারই সাক্ষ্য বহন করছে–

চড়কা আমার ভাতার পুত
চড়কা আমার নাতি
চড়কার দৌলতে আমি
দুয়ারে বাঁধি হাতি
(আনোয়ার, ২০১৫ : ১০৯)

শাহজাদপুরের তাঁতশিল্পের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট তাঁতপণ্য হচ্ছে দেশীয় তাঁতে বোনা সুতি শাড়ি। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শাড়ির নাম হচ্ছে ধুইনাখালি শাড়ি, কাতান শাড়ি, গ্রামীণ চেক শাড়ি ও পাল্কি শাড়ি। উন্নতমানের গ্রেডের সুতা দিয়ে বোনা কাপড়ের জমিনে সুতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয় বাহারি নকশা (৪ সেপ্টেম্বর ২০২০)। এই শাড়ি দেখতে যেমন মনোরম, আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিনন্দন ছিল তেমনি ছিল টেকসই ও গুণগতমানসম্পন্ন। দামও ছিল সাধ্যের মধ্যে যা শাহজাদপুরের তাঁতশিল্পের ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে। তবে কোনো কোনো উৎসে এ অঞ্চলের উন্নতমানের তাঁতপণ্য হিসেবে চাদরের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়।

বর্তমানে শাহজাদপুরের তাঁতে উৎপাদিত পণ্য হচ্ছে শাড়ি, গামছা, লুঙ্গি, ধুতি ও থ্রিপিস। তবে একটা সময় এ অঞ্চলের তাঁতে খুবই ভালোমানের চাদর, জাল, মশারি, তোয়ালে, রুমাল ও জরির পাড়ের ব্লাউজসহ আরো অনেক পণ্য তৈরি হতো। তবে এখন আর এসকল পণ্য উৎপাদন হয় না।

অনেক তাঁতপণ্যের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়া, উন্নতমানের তাঁতের শাড়ির উৎপাদন সীমিত হওয়া এবং উৎপাদিত তাঁতপণ্যের মান ধীরে ধীরে কমে যাওয়ায় এ অঞ্চলের তাঁতশিল্প তার অতীত গৌরব হারাতে বসেছে।

## ৩.২ উৎপাদন প্রযুক্তি

উৎপাদন শব্দটির অর্থ নির্মাণ বা সৃষ্টি। অর্থশাস্ত্রে উৎপাদন বলতে প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ সংগ্রহ করে ভূমি, শ্রম, মূলধন, সংগঠন ইত্যাদি উপকরণের মাধ্যমে এগুলির রুপান্তর সাধন করে বিনিময় যোগ্য বাড়তি উপযোগ সৃষ্টি করার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। তাঁতশিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন হচ্ছে সুতা ও রং ব্যবহার করে তাঁতযন্ত্রের মাধ্যমে তাঁতপণ্য তৈরি করা।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদন প্রযুক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ উপকরণের গুণগত মানের উপর উৎপাদনের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে। উপকরণ ভালো হলে উৎপাদিত পণ্যও ভালো মানের হয়। আর উপকরণ নিম্নমানের হলে কাঙ্খিত মানের পণ্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হতে হয়। উৎপাদিত পণ্যটি কেমন হবে তা অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদনের প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে। তাঁতশিল্পের উৎপাদনের ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের সাথে কারিগরের দক্ষতার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দক্ষ কারিগরের হাতেই উন্নতমানের তাঁতপণ্য তৈরি হয়।

তাঁতশিল্পে প্রযুক্তি বলতে তাঁত বা তাঁতযন্ত্রকেই বোঝায়। তাঁত হচ্ছে একপ্রকার যন্ত্র যা দিয়ে তুলা হতে উৎপন্ন সুতা থেকে কাপড় বোনা হয়। কালের বিবর্তনে ও প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরণের তাঁত এ অঞ্চলের তাঁতশিল্পে যুক্ত হয়েছে। এক এক ধরণের তাঁতে উৎপাদিত পণ্যের মান এক এক ধরনের হয়। কোনো তাঁতের উৎপাদন ক্ষমতা বেশি আবার কোনো তাঁতের উৎপাদিত পণ্যের মান ভালো।

নিচে পর্যায়ক্রমে শাহজাদপুরে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার তাঁতযন্ত্র ও উৎপাদন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

শাহজাদপুরে ৪ ধরনের তাঁত দেখতে পাওয়া যায়। যথা :

১. খটখটি তাঁত বা দেশি তাঁত
২. পিটলুম
৩. চিত্তরঞ্জন তাঁত বা কাঠের তাঁত
৪. বৈদ্যুতিক তাঁত বা পাওয়ার লুম (বৈদ্যুতিক তাঁত ২ প্রকার : ১. বাংলা পাওয়ার লুম ও ২. চায়না পাওয়ার লুম)

**৩.২.১ খটখটি তাঁত :** শাহজাদপুরে তাঁতশিল্পের গোড়াপত্তন হয় খটখটি তাঁতের মাধ্যমে। চিত্তরঞ্জন তাঁত বা পাওয়ার লুম আসার আগে শাহজাদপুর সহ বাংলার প্রায় প্রতিটি তাঁতি পরিবারে এই খটখটি তাঁতের বহুল ব্যবহার হতো। বর্তমানে শাহজাদপুরে খটখটি তাঁতে আর কাপড় বোনা হয় না। মাটিতে গর্ত করে এই তাঁত বসানো হতো তাই সহজে স্থানান্তর করা যেত না। তবে স্বল্প খরচে এই তাঁত তৈরি করা যেত বিধায় খুব জনপ্রিয় ছিল। এ তাঁতে মোটা সুতা ব্যবহার করে শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা, চাদর ও অন্যান্য তাঁতপণ্য বোনা হতো।

খটখটি তাঁতে তৈরি কাপড়ের বৈশিষ্ট্য :

ক. এ তাঁতে তৈরি কাপড় অনেকদিন ব্যবহার করা যেত অর্থাৎ টেকসই ছিল।
খ. বার বার তাঁত থামিয়ে হাতের সাহায্যে মাকু টেনে টেনে কাপড় বোনা হতো বলে কোনো প্রকার খুঁত থাকত না।
গ. কাপড় তৈরিতে খরচ অনেক কম হতো।

এ কথা বলা যায় যে, তৎকালীন সময়ে খটখটি তাঁতে তৈরি পণ্যের যথেষ্ট সুনাম ছিল।



চিত্র ১ : বিলুপ্তপ্রায় খটখটি তাঁতের অংশ

**৩.২.২ পিটলুম :** পিটলুম খটখটি তাঁতেরই উন্নত সংস্করণ। দেখতে খটখটি তাঁতের মতো হলেও এই তাঁতে পিলিয়ম[৬] যুক্ত করা হয়। ফলে কাপড় বোনা পূর্বের তুলনায় অনেক সহজ হয়। এই তাঁত মাটিতে গর্ত করে বসানো হয় দেখে এর আরেক নাম গর্ত তাঁত। টানা সুতা প্যাডেলের মাধ্যমে দুইভাগ করে এবং পড়েন সুতাকে মাকু (Shuttle) এর মাধ্যমে টানা সুতার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে এ ধরণের তাঁতে কাপড় বোনা হয়। একসাথে দুটি মাকু ব্যবহার করার সুবিধা থাকায় চেক কাপড় খুব সহজে তৈরি করা যেত। পিটলুমে শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা ইত্যাদি তৈরি করা হয়।

পিটলুম তাঁতে তৈরি কাপড়ের বৈশিষ্ট্য :

ক. খটখটি তাঁতের কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। পিটলুমে সেই সীমাবদ্ধতা না থাকলেও উৎপাদিত পণ্যের মান খটখটি তাঁতের তুলনায় কিছুটা কমে আসে।

খ. এই তাঁতে অনেক রং ও ডিজাইনের কাপড় তৈরি করা যেত।

গ. এই তাঁতে চিকন সুতার ব্যবহার শুরু হয়। ফলে পূর্বের তুলনায় অনেক মিহি কাপড় তৈরি করা সম্ভব হয়।

ঘ. খটখটি তাঁতের তুলনায় অনেক দ্রুত কাপড় বোনা সম্ভব হয়।

পিটলুমে অনেক ধরনের পণ্য তৈরি হলেও লুঙ্গি তৈরির জন্য এ তাঁত সবচেয়ে বিখ্যাত।



চিত্র ২ : পিটলুম (Pit loom)

**৩.২.৩ চিত্তরঞ্জন তাঁত :** হস্তচালিত দেশি তাঁতের মধ্যে চিত্তরঞ্জন তাঁতই সর্বোৎকৃষ্ট। এ তাঁত কুষ্টিয়ার 'চিত্তরঞ্জন কটন মিলস'-এর তাঁতের মডেলে তৈরি বলে চিত্তরঞ্জন তাঁত নামেই পরিচিত। ১৯৫৫ সালে একটি চিত্তরঞ্জন তাঁতের দাম ছিল ২০ টাকা থেকে ৩০ টাকা। বর্তমানে একটি চিত্তরঞ্জন তাঁতের দাম ১৫০০০ টাকা থেকে ২০০০০ টাকা। সাধারণত লোহা, বাঁশ ও কাঠ দিয়ে এ তাঁত তৈরি হয়। চিত্তরঞ্জন তাঁতের মাকু নিক্ষেপের গড় গতি প্রতি মিনিটে ১১০ বার (মোজাম্মেল, ২০২০ : ৭২)। এ তাঁত আবিষ্কারের ফলে তাঁতশিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। কারণ এ ধরণের তাঁতে উৎপাদন বেশি এবং ডবি/জ্যাকার্ড স্থাপণ করে ছোটো/বড়ো বিভিন্ন ধরণের ডিজাইন করা হয়। শাহজাদপুরে এখন হস্তচালিত তাঁতের মধ্যে চিত্তরঞ্জন তাঁতই সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়।

চিত্তরঞ্জন তাঁতের তৈরি কাপড়ের বৈশিষ্ট্য :

ক. হস্তচালিত তাঁতের মধ্যে চিত্তরঞ্জন তাঁতের তৈরি কাপড় সবচেয়ে উন্নত মানের।
খ. এই তাঁতে তৈরি কাপড় অনেকদিন ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ বেশি টেকসই।
গ. মিহি কাপড়ের জন্য চিত্তরঞ্জন তাঁতের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে।
ঘ. হস্তচালিত তাঁতের মধ্যে শুধুমাত্র চিত্তরঞ্জন তাঁতেই মালা ব্যবহারের মাধ্যমে ইচ্ছামতো নকশা করা যায়।
ঙ. এই তাঁতে তৈরি কাপড়ে পাকা রং করা হয় বিধায় কাপড়ের রং ওঠে না। দীর্ঘদিন পর্যন্ত উজ্জ্বলতা টিকে থাকে।




চিত্র ৩ : চিত্তরঞ্জন তাঁত

চিত্তরঞ্জন তাঁতে উৎপাদিত পণ্যের মান অনেক উন্নত হওয়ায় এবং পূর্বের খটখটি তাঁত ও পিটলুমের সীমাবদ্ধতাগুলো না থাকায় এই তাঁতই সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এর ফলে পূর্বের তাঁতের ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে সীমিত পরিমাণে পিটলুমের দেখা মিললেও খটখটি তাঁত একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পারিবারিক ও স্থানীয় প্রয়োজন মেটানোর সাথে সাথে তাঁতশিল্পের বাণিজ্যিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেলে অল্প সময়ে অধিক উৎপাদনের প্রয়োজন দেখা দেয়। হস্তচালিত তাঁতে ভালোমানের পণ্য তৈরি হয় কিন্তু সময় বেশি লাগে বিধায় যন্ত্রচালিত তাঁতের দিকে তাঁতিরা ঝুঁকে পড়েন।

**৩.২.৪ পাওয়ার লুম :** বিদ্যুৎ দ্বারা চালিত তাঁতকে পাওয়ার লুম বা বৈদ্যুতিক তাঁত বলা হয়। পাওয়ার লুম সম্পূর্ণ লোহার তৈরি। এ তাঁতের দপ্তি, কোল নোরদ ও কাটা নোরদ, কাঠের তৈরি। আর বাকি সবই লোহার। দেশি তাঁতের তুলনায় পাওয়ার লুমে উৎপাদন তিনগুণ বেশি (শামসুজ্জামান, ২০১৪ : ২০৩)। তুলনামূলকভাবে পাওয়ার লুমে উৎপাদন ও মজুরি বেশি তাই তাঁতশ্রমিক হস্তচালিত তাঁত ছেড়ে পাওয়ার লুমের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছেন। অবশ্য পাওয়ার লুমের বিকট শব্দ শ্রমিকদের মস্তিষ্ক ও হৃদ্‌যন্ত্রের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

পাওয়ার লুমে উৎপাদিত কাপড়ের বৈশিষ্ট্য :

ক. পাওয়ার লুমে হুক জ্যাকেটের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম ডিজাইন তৈরি করা যায়।
খ. পাওয়ার লুমে তৈরি কাপড় টেকসই কম।
গ. অল্প সময়ে অনেক উৎপাদন সম্ভব হয়।
ঘ. বিদ্যুৎ দ্বারা এই তাঁতে কাপড় তৈরি করা হয় বিধায় শারীরিক শ্রমের প্রয়োজন হয় না।




চিত্র ৪ : পাওয়ার লুম

এই ৪ প্রকার তাঁত ছাড়াও ২০০৩ সালের তাঁতশুমারিতে এ অঞ্চলে ফ্রেম (Frame) তাঁতের কথা জানা যায়। ২০০৩ সালে শাহজাদপুরে ফ্রেম তাঁত ছিল ২৭৯ টি (তাঁতশুমারি, ২০০৩ : ৪৬৩)।

### ৩.৩ কাঁচামাল

সুতা ও রং তাঁতশিল্পের দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল। ১৯২৩ সালের পূর্বে এ অঞ্চলে তাঁতপণ্য উৎপাদনের জন্য ইংল্যান্ড ও জাপান থেকে সুতা আসত (গেজেট, ১৯২৩ : ৬৩)। পরবর্তীকালে কোনো কোনো সময় ভারত ও চীন থেকে রং ও সুতা আমদানি করা হতো। বর্তমানে শাহজাদপুরের মহাজনরা পাবনা, নারায়ণগঞ্জ ও এনায়েতপুর থেকে সুতা আনেন। আর মহাজনদের কাছ থেকে সুতা কিনে নেন তাঁতি ও ক্ষুদ্র মহাজনরা।

পূর্বে বাজার থেকে সাদা সুতা কিনে এনে তাঁতিদের বাড়িতে রং করা হতো। রং করা সুতাকে রৌদ্রে শুকিয়ে প্রস্তুত করে তাঁতে কাপড় বোনা হতো। সুতায় লাল, সবুজ, বেগুনি, কালো যেকোনো রং করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োজন হয়। যথা :

১. হাইড্রো সালফেট (হাইড্রোজ)
২. কাস্টিক সোডা
৩. অ্যালুমিনিয়াম
৪. নাইট্রিক সল্ট
৫. সালফিউরিক অ্যাসিড
৬. পাথর লবণ (খাবার লবণ)

উপরিউক্ত পদার্থগুলো ছাড়া সুতায় এবং কাপড়ে রং করা সম্ভব না। রাসায়নিক পদার্থগুলো পানি ও রঙের সাথে কড়াইয়ে দিয়ে জ্বাল দিতে হয়। যত ফোটানো হবে রং তত পাকা হবে। সবশেষে ভালোভাবে ধুয়ে রাসায়নিক পদার্থগুলো বের করে ফেলতে হয়।

বর্তমানে বাড়িতে সুতায় রং করা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। তার পরিবর্তে বাজার থেকে রেডিমেড রং করা সুতা কিনে এনে কাপড় তৈরি করা হচ্ছে। বয়লার মেশিন এবং অন্যান্য যন্ত্রের সাহায্যে সুতায় রং করা হয়। রেডিমেড রং করা সুতার পরমায়ু অনেক কম। কারণ রং করার আগে মেশিনের সাহায্যে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ও ব্লিচিং পাউডার দিয়ে সুতা প্রসেস করা হয়। সঠিকভাবে প্রসেস করা না হলে সুতা দুর্বল হয়ে যায় (শামসুজ্জামান, ২০১৪ : ২০৫)। এর ফলে কাপড়ের মান কমে যাচ্ছে এবং তাঁতশিল্প তার ঐতিহ্য হারাচ্ছে।

পূর্বে বাড়িতে তাঁতি প্রাকৃতিক উপাদানের সাথে রং ও পানি মিশিয়ে সুতায় রং করতেন। সেই রং করা সুতার পরমায়ু অনেক বেশি হতো এবং অনেক টেকসই, আরামদায়ক ও উন্নতমানের কাপড় বোনা হতো। তবে বর্তমানে রং ও সুতায় ভেজাল, রেডিমেড রং করা সুতার ব্যবহার প্রভৃতি কারণে নিম্নমানের পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। একই সাথে শাহজাদপুরের তাঁতশিল্পের সুনাম নষ্ট হচ্ছে।

### ৩.৪ কাপড়ের হাট

শাহজাদপুরের ঐতিহ্যবাহী কাপড়ের হাটটি উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ কাপড়ের হাট। তাঁতি ও তাঁতশিল্পের সাথে কাপড়ের হাটের ঐতিহ্যও নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এ অঞ্চলের তাঁতিদের তৈরি তাঁতপণ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি কাপড়ের হাটে নেওয়া হয়। তার মধ্যে শাহজাদপুর, বেলকুচি, এনায়েতপুর, পুড়াদহ, টাঙ্গাইল, বাবুরহাট উল্লেখযোগ্য। তবে শাহজাদপুর হাটে সবচেয়ে কম দামে ভালো মানের কাপড় পাওয়া যায়।

শাহজাদপুর উপজেলার দ্বারিয়াপুর ইউনিয়নের কাপড়ের হাটটি শতবছরের পুরাতন একটি ঐতিহ্যবাহী হাট। বর্তমানে কাপড়ের হাট যেখানে বসে আগে সেখানে বসতো না। শতবছর আগে বর্তমান দ্বারিয়াপুর মাছ বাজারে কাপড়ের হাটটি বসতো। ১৯৮৪ সালে তৎকালীন শাহজাদপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান তাছিল উদ্দিন সরকারকে সভাপতি করে হাট কমিটি গঠিত হয়। উক্ত হাট কমিটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)-এর স্মৃতি বিজড়িত ঠাকুর বাড়ির কাছারির পাশে ফাঁকা জায়গাটিতে কাপড়ের হাট স্থাপন করে এবং ঘর উত্তোলন করে তাঁতিদের বরাদ্দ দেয় (আনোয়ার, ২০১৫ : ১০৩)। পূর্বে সপ্তাহে দুইদিন (রবিবার ও বুধবার) কাপড়ের হাট বসতো। তবে প্রত্যেক হাটের আগের দিন পরবর্তী দিনের প্রস্তুতি হিসাবে কাপড়ের হাট বসতে বসতে একসময় কাপড়ের হাটের দিনই বদলে যায়। বর্তমানে শনিবার, রবিবার, মঙ্গলবার ও বুধবার এই ৪ দিন কাপড়ের হাট বসে।

দেশ-বিদেশের হাজার হাজার মানুষ ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে এই ঐতিহ্যবাহী কাপড়ের হাটে আসেন। হাটের দিনে হাজার হাজার দোকান বসে। প্রতিহাটে কমপক্ষে ১০০ কোটি টাকার সুতা ও বস্ত্র কেনাবেচা হয় (শামসুজ্জামান, ২০১৪ : ২০১)। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা নিজেরাই

এখানকার হাটে আসেন এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে কাপড় ক্রয় করেন। প্রতি চালানে ৪০০ থেকে ৫০০ কোটি টাকার কাপড় এখান থেকে ভারতে রপ্তানি হচ্ছে। কাপড়ের হাটকে কেন্দ্র করে কোটি কোটি টাকার ব্যাংক ট্রানজেকশন হয়ে থাকে। ফলে শাহজাদপুর একটি উপজেলা হলেও এখানে ১৫'র অধিক ব্যাংকের শাখা স্থাপিত হয়েছে। ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে তাঁতি, পাইকার, ক্ষুদ্রব্যবসায়ী, মহাজন ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে হাজার হাজার মানুষের আগমনের কারণে হাটের দিন শাহজাদপুর লোকে লোকারণ্য হয়ে ওঠে। এই কাপড়ের হাটকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন অনেক বেকার লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে আর শাহজাদপুরের অর্থনীতি গতি পেয়েছে।

### ৩.৫ ঐতিহ্যগত তাঁতিদের সামাজিক অবস্থান

শূদ্র পিতার ঔরস ও ক্ষত্রিয় মাতার গর্ভ থেকে তাঁতিদের জন্ম বলে বিশ্বাস করা হয়। মুসলিম তাঁতিদের 'জোলা' (ফারসি 'জওলাহ' থেকে) এবং হিন্দু তাঁতিদের বসাক বলা হয়। রাজশাহী ও পাবনা অঞ্চলে তাঁতিদের 'মমিন' (আরবি 'মুমিন' থেকে) নামেও ডাকা হয় (এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭ : ১৬৪)। শাহজাদপুরের তাঁতিদের 'জোলা' বা কারিগর বলা হয়। তাঁতিদের বসবাসের এলাকা জোলাপাড়া, কারিগরপাড়া নামেই পরিচিত। হিন্দু মুসলিম উভয় ধর্মের মানুষই এ অঞ্চলে তাঁত ব্যবসার সাথে যুক্ত। তাঁতিদের কিছু উপাধি হচ্ছে বারাশ, বসাক, নন্দী, পাল, প্রামাণিক, সাধু, সরকার, শীল ইত্যাদি।

বর্তমান সমাজে তাঁতি অবহেলিত হলেও বাংলার তাঁতশিল্পের ইতিহাসে এমন একটা সময় ছিল যখন সমাজে তাঁতির গুরুত্ব ছিল অনেক। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত তাঁতিদের একটা অংশ 'আসান' (অশ্বিনী) তাঁতি নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা অন্যদের চেয়ে জাতে কিছুটা উঁচু ছিলেন। ব্রাহ্মণরা তাঁদের ছোঁয়া পানি গ্রহণ করতেন। আসান তাঁতিরা দাবি করেন যে, তাঁরাই আসল তাঁতি অন্যরা তাঁদের উপগোত্র (এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭ : ১৬৪)।

শাহজাদপুরের তাঁতিদের সামাজিক মর্যাদার বিষয়টি শুধুমাত্র পেশা বা সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করে না। তাঁতির অর্থনৈতিক অবস্থানই তার সামাজিক অবস্থান তৈরি করে। এ সম্পর্কে তাঁতের মহাজন আব্দুল মজিদ বলেন যে, "যখন কোনো তাঁতির ব্যবসা ভালো চলে তখন সমাজের সবাই তাকে সম্মান করেন। আর যখন ব্যবসা ভালো চলে না তখন কেউ সম্মান দেয় না" (২ জুন ২০২০)। তাঁতের সংখ্যার উপরও তাদের মর্যাদা নির্ভর করে। যার তাঁত যত বেশি সমাজে তার মর্যাদাও তত বেশি।

শাহজাদপুরের তাঁতশিল্পের অতীতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এখন আর নেই। হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যাও পূর্বের তুলনায় কমে এসেছে। সুতরাং সমাজে তাঁতিদের অর্থনৈতিক অবস্থান দুর্বল হওয়ার সাথে সাথে সামাজিক মর্যাদাও কমে গেছে। সামাজিকভাবে অবমূল্যায়িত হওয়ার কারণে অনেক তাঁতিই পেশা পরিবর্তন করছেন। যুগের পরিবর্তন ঘটলেও সমাজে তাঁতিদের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়নি। তাঁতশিল্পকে নিয়ে আমরা গর্ব করলেও তাঁতিদের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারিনি।

### ৪. উৎপাদন ও ঐতিহ্যের সংকট

স্বল্প পুঁজি, যৎসামান্য কাঁচামাল ও অনুন্নত প্রযুক্তির সহায়তায় একসময়ে যে তাঁতশিল্প যাত্রা করেছিল, কালের প্রবাহে তা মহীরূহ হয়ে উঠেছে। উদ্যোক্তা যেমন অগণিত, তেমনি উৎপাদনও বেড়েছে বহুগুণ। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদার প্রভাব পড়েছে শাহজাদপুরের

তাঁতশিল্পেও। ফলে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র প্রতিযোগিতা। কখনো কখনো এ প্রতিযোগিতা সমানে সমানে আবার কখনো অসম। স্বাভাবিকভাবেই অসম প্রতিযোগীরা পিছিয়ে পড়ছে। উৎপাদন ও ঐতিহ্য যেন প্রায়ই মুখোমুখি হয়ে পড়ছে। অধিক উৎপাদন শতবর্ষী ঐতিহ্যকে যেন পাশ কাটাতে চায়। ফলে তৈরি হচ্ছে নানামুখী সংকট। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

### ৪.১ প্রসিদ্ধ পণ্যের উৎপাদন হ্রাস

তাঁতে বোনা শাড়ি শাহজাদপুরের উল্লেখযোগ্য তাঁতপণ্য। এছাড়া গামছা, লুঙ্গি, ধুতি, থ্রি পিসও উৎপাদিত হয়। কোনো কোনো লোকবিশারদ শাহজাদপুরের তাঁতপণ্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে চাদরের কথা বলেছেন। তবে এ অঞ্চলের ধুইনাখালি শাড়ি, কাতান শাড়ি, গ্রামীণ চেক শাড়ি ও পাল্কি শাড়ি বহুকাল ধরে প্রসিদ্ধ। তবে এ পণ্যগুলোর পূর্বের আবেদন এখনো বহাল আছে, এমনটা জোর দিয়ে বলা যায় না।

একটা সময় এ অঞ্চলের তাঁতে খুবই ভালোমানের চাদর, জাল, মশারি, তোয়ালে, রুমাল ও জরির পাড়ের ব্লাউজসহ আরও অনেক পণ্য তৈরি হতো। তবে এখন আর এসকল পণ্য উৎপাদন হয় না। ঐতিহ্যবাহী এই সকল তাঁতপণ্যের উৎপাদন বন্ধ হওয়ার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হলো :

১. ঐতিহ্যবাহী ঐসকল পণ্য তৈরিতে অনেক সময় প্রয়োজন হতো। সমপরিমান সময়ে একাধিক অন্য পণ্য তৈরি করা যেত।
২. চাদর ও জাল তৈরিতে অধিক শারীরিক শ্রমের প্রয়োজন হতো।
৩. ঐসকল পণ্য তৈরিতে উৎপাদন খরচ বেশি হতো কিন্তু বাজার মূল্য কম থাকায় লাভ কম হতো।
৪. চাহিদা কমে আসায় একসময় ঐতিহ্যবাহী পণ্যের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়।
৫. সঠিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাবও এ সকল পণ্য বিলুপ্তির ক্ষেত্রে দায়ী।

### ৪.২ উৎপাদন যন্ত্রের রূপান্তর

প্রাচীনকাল থেকেই হস্তচালিত তাঁতে তাঁতিকে অনেক কষ্ট করে কাপড় বুনতে হতো। সকাল থেকে শুরু করে অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করলেও খুব বেশি কাপড় বা অন্য পণ্য তৈরি করা সম্ভব হতো না। কারণ দেশি তাঁতের উৎপাদন ক্ষমতা কম। আবার শারীরিক শক্তি দ্বারা একটানা অনেক সময় কাজ করাও যায় না। পাওয়ার লুম আবিষ্কারের পর অল্প সময়ে অনেক উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। হস্তচালিত তাঁত ও পাওয়ার লুমের তুলনামূলক উৎপাদন চিত্র উল্লেখ করা হলো :

| ক্রমিক | উৎপাদিত পণ্যের নাম | খটখটি তাঁতে ১ দিনে উৎপাদনের পরিমান | পাওয়ার লুমে ১ দিনে উৎপাদনের পরিমান |
|---|---|---|---|
| ১ | শাড়ি | ২–৩ টি | ৫–৬ টি |
| ২ | লুঙ্গি | ৩–৪ টি | ৭–৮ টি |
| ৩ | গামছা | ৪–৫ টি | ৮–১০ টি |

সারণি ১ : খটখটি তাঁত ও পাওয়ার লুমের তুলনামূলক উৎপাদন
উৎস : মোঃ সাইফ উদ্দীন (২০), ছাত্র ও তাঁত শ্রমিক, চরকৈজুরী, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ, ২০ মে ২০২০।

সারণি ১ বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টত দেখা যায় যে, খটখটি তাঁতের তুলনায় পাওয়ার লুমে শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা সহ প্রতিটি পণ্যেরই উৎপাদন দ্বিগুণ বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারও বেশি। তবে পাওয়ার লুমে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়লেও পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়নি।
দেশি তাঁতে উৎপাদিত পণ্যের তুলনায় পাওয়ার লুমে উৎপাদিত পণ্যের কয়েকটি নেতিবাচক দিক হলো :

১. হস্তচালিত তাঁতের তুলনায় পাওয়ার লুমে তৈরি কাপড় টেকসই কম হয়।
২. কাপড়ে চান্দা[৬] পড়লে পাওয়ার লুমে সেটি না তুলে চাপিয়ে দেওয়া হয়। এতে স্বাভাবিকভাবেই কাপড়ের সৌন্দর্য নষ্ট হয়।
৩. পাওয়ার লুমে কাপড় তৈরির ক্ষেত্রে হুক জ্যাকেটের সাহায্যে নকশা তোলা হয় বলে মাঝে মাঝে বাদ পড়ে বা গ্যাপ থাকে। কিন্তু হস্তচালিত তাঁতে সেটি হয় না।
৪. পাওয়ার লুমে তৈরি কাপড় হস্তচালিত তাঁতে তৈরি কাপড়ের তুলনায় কম আরামদায়ক।
৫. পাওয়ার লুমে কাপড়ের ফিনিশিং ভালো হয় না। সুতা ছেঁড়া বা সুতা ওঠা বেশি থাকে।

শাহজাদপুর বেসিক সেন্টারের প্রদত্ত তথ্য মতে ২০২০ সালে শাহজাদপুরে মোট তাঁত সংখ্যা ৩৩,৫০০ টি। এর মধ্যে ২২,৫০০ টি সচল তাঁত এবং ১১,০০০ টি অচল তাঁত। তবে পাওয়ার লুমের সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। শাহজাদপুরে সাম্প্রতিক সময়ে দেশীয় তাঁতের স্থানটি দখল করেছে পাওয়ার লুম। উৎপাদন ব্যবস্থার এই প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে পূর্বের তুলনায় নিম্নমানের পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। আর এ কারণেই শাহজাদপুরের তাঁতশিল্পের ঐতিহ্য আজ সংকটাপন্ন। প্রযুক্তির কল্যাণে কম সময়ে রঙিন ও নকশাদার শাড়ি তৈরি করা সম্ভব হলেও হস্তচালিত তাঁতে তাঁতি মনের মাধুরী মিশিয়ে যে উৎকৃষ্ট পণ্য উৎপাদন করতেন সেটি সম্ভব হচ্ছে না। ফলে তাঁতপণ্যের সাথে সাথে এ অঞ্চলের তাঁতশিল্পের গৌরবও হারিয়ে যাচ্ছে।

### ৪.৩ কাঁচামাল ব্যবহারে আপস

হ্রাসকৃত মূল্যে পণ্য বিক্রির লক্ষ্যে কোনো কোনো কারিগর নিম্নমানের কাঁচামাল ব্যবহার করছেন। এর ফলে কাপড়ের মান যেমন খারাপ হচ্ছে তেমনি তাঁতশিল্পের ঐতিহ্যও ধ্বংস হচ্ছে। সুতা ও রঙের গুণগত মানের উপর তাঁতের উৎপাদনশীলতা এবং উৎপাদিত পণ্যের মান নির্ভর করে। কারণ সাধারণ একটি কাপড় তৈরি করতে ২.৫ থেকে ৩ ঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু বুনন কাজের মধ্যে যদি সুতা ছিঁড়ে যায় তাহলে পুনরায় ঠিক করে কাজ শুরু করতে অনেক সময় লাগে। এর ফলে কাজের স্বাভাবিক গতি যেমন বিঘ্নিত হয় তেমনি কাপড়ের মানও খারাপ হয়ে যায়।

রেডিমেড রং করা সুতা দিয়ে কাপড় তৈরির কয়েকটি নেতিবাচক দিক উল্লেখ করা হলো :

১. বাজার থেকে রং করা সুতা কিনলে তাতে ভেজাল দেওয়ার সুযোগ থাকে। অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রে অরিজিনাল রং সুতায় দেওয়া যায় না।
২. রেডিমেড রং করা সুতায় রঙের পরিমান কম থাকে। ফলে কাপড় পানিতে ধোয়ার পরে সহজেই রং উঠে কাপড় ফ্যাকাশে হয়ে যায়।
৩. রেডিমেড রং করা সুতা কিনলে ভালো মানের সুতাটা পাওয়া যায় না। আর নিম্নমানের সুতা দ্বারা তৈরি কাপড়ের মানও নিম্ন হয়।
৪. রং করা সুতায় উজ্জ্বলতা দেখানোর জন্য রং এর সাথে ক্ষতিকর কেমিক্যাল মেশানোর কারণে ঐ সুতা দিয়ে তৈরি কাপড় পড়লেও স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৫. রেডিমেড রং করা সুতার মান ভালো না হওয়ায় তাঁতে বোনার সময় ঘনঘন সুতা ছিঁড়ে যায়। যার ফলে কাপড়ের মান খারাপ হয়ে যায়।

একটা সময় শাহজাদপুরের কাপড়ের সুনাম দেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। স্থানীয় তাঁতি ও তাঁতব্যবসায়ীদের প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, অনেক আগে শাহজাদপুরের তাঁতের কাপড় ভারত, পাকিস্তান, ইংল্যান্ড, মায়ানমার, ভূটান, ইরান, সৌদি আরব সহ মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশেই রপ্তানি করা হতো। বর্তমানে এই রপ্তানির বাজার সংকুচিত হয়ে পড়েছে। এখন ভারতেই কিছু কাপড় পাঠানো হচ্ছে (সাক্ষাৎকারে মোঃ আক্তার হোসেন, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২০)। এর ফলে এ অঞ্চলের তাঁতশিল্প হুমকির মুখে পড়েছে। শাহজাদপুরের তাঁতপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার হারানোর কারণ অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, এ অঞ্চলের তাঁতপণ্যের নিম্নমান যেমন দায়ী তেমনি পর্যাপ্ত সরকারি পৃষ্ঠপোষকতারও অভাব রয়েছে। রপ্তানির সুযোগ সীমিত হওয়ায় উৎপাদনেও প্রভাব পড়েছে। পূর্বের তুলনায় পণ্যের মান ও উৎপাদনের পরিমাণ কমে এসেছে।

### ৪.৪ তাঁত ও তাঁত শ্রমিক হ্রাস

শাহজাদপুরের তাঁত-প্রধান গ্রামগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, পূর্বের তুলনায় অর্ধেকেরও বেশি তাঁত বন্ধ হয়ে গেছে। যে তাঁত ছিল এ অঞ্চলের তাঁতিদের ভরসাস্থল সেই তাঁতই আজ তাঁদের দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্বের তুলনায় তাঁত কমে আসার একটি পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হলো :

| ক্রমিক | তাঁতির নাম | পূর্বের তাঁতের সংখ্যা | বর্তমান তাঁতের সংখ্যা | বন্ধ তাঁতের সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | মোঃ মুজিবুর রহমান<br>গ্রাম : বাদলবাড়ি | ৩৫ টি | ১২ টি | ২৩ টি |
| ২ | আফজাল হোসেন<br>গ্রাম : কুমির গোয়ালিয়া | ২৬ টি | ৭ টি | ১৯ টি |
| ৩ | আব্দুল সামাদ<br>গ্রাম : হামলাকোলা নতুন পাড়া | ৭০ টি | ১৮ টি | ৫২ টি |
| ৪ | মোঃ আব্দুল লতিফ<br>গ্রাম : হামলাকোলা | ২৬ টি | ১ টি | ২৫ টি |
| ৫ | মোঃ আসশাফুল ইসলাম<br>গ্রাম : বাদলবাড়ি | ২৫ টি | ১৩ টি | ১২ টি |
| ৬ | আব্দুল মজিদ<br>গ্রাম : নগরডালা | ২৮ টি | ০ টি | ২৮ টি |
| ৭ | মজনু শেখ<br>গ্রাম : খঞ্জনদিয়ার | ৩৪ টি | ১৭ টি | ১৭ টি |

সারণি ২ : শাহজাদপুরের তাঁতিদের পূর্বের ও বর্তমানের তাঁত সংখ্যা (উৎস : গবেষক কর্তৃক সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত)

সারণি ১-এ দেখা যায় যে, কোনো কোনো তাঁতি অর্ধেকের বেশি বা সম্পূর্ণ তাঁতই বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁতিদের বক্তব্য এই যে, সুতা ও রঙের দাম বৃদ্ধি এবং পুঁজির অভাবে তাঁরা পূর্বের মতো তাঁত ব্যবসায় লাভ করতে পারছেন না।

**৫. সংকটের কারণ**

শাহজাদপুরের ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পের সার্বিক চিত্র পর্যবেক্ষণ করে সংকটসমূহের কিছু কারণ নিচে চিহ্নিত করা হয়েছে :

১. দক্ষ ও সুনিপুণ কারিগরের অভাব : একটা সময় শাহজাদপুরে দক্ষ কারিগর শ্রেণির বসবাস ছিল। তাঁদের হাতে উন্নতমানের তাঁতবস্ত্র তৈরি হতো। দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগর মনের মাধুরী মিশিয়ে তাঁতপণ্যের মধ্য দিয়ে নিজের ইচ্ছাগুলোকে ফুটিয়ে তুলতেন। এই কারিগরদের মধ্যে অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন। আর বাকিদের একটা বড়ো অংশই পেশা পরিবর্তন করে অন্য পেশা গ্রহণ করেছেন। ফলে তাঁতশিল্পে দক্ষ ও গুণী কারিগরের অভাবে তাঁতপণ্যের মানও ধীরে ধীরে খারাপ হচ্ছে। এই শিল্পের ঐতিহ্য সংকটের এটি একটি অন্যতম কারণ।

২. পুঁজির স্বল্পতা : এ অঞ্চলের অধিকাংশ তাঁতিই দরিদ্র। দীর্ঘদিন ধরে তাঁত ব্যবসায় মন্দাভাব থাকায় তাঁতিদের জমানো পুঁজি শেষ হয়ে গেছে। শাহজাদপুরের অধিকাংশ তাঁত বন্ধ হওয়ার প্রধান কারণ পুঁজির অভাব। যে সকল তাঁতি এখনও তাঁত চালু রাখতে পেরেছেন তাঁরাও ঋণের বোঝায় জর্জরিত। আবার মহাজন, তাঁতবোর্ড ও অন্যান্য ঋণ প্রদানকারী সংস্থার কাছ থেকেও পর্যাপ্ত ঋণ না পাওয়ায় তাঁতিদের দুর্দশা চরমে পৌঁছেছে। এ কারণেই তাঁতশিল্প তাঁর অতীত ঐতিহ্য বজায় রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে।

৩. রং ও সুতার মূল্য বৃদ্ধি এবং নিম্নমান : রং, সুতা ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধির ফলে তাঁত সমৃদ্ধ শাহজাদপুর উপজেলার কয়েক হাজার তাঁত বন্ধ হয়ে গেছে। আগে রং ও সুতার দাম কম ছিল। ফলে উৎপাদন খরচ কম হতো এবং লাভ বেশি হতো। তবে রং ও সুতার দাম পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন আর তাঁত ব্যবসায় বেশি লাভ হয় না। ফলে তাঁতি তাঁতশিল্পের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে।

৪. প্রাকৃতিক দুর্যোগ : প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাঁতশিল্পের জন্য অভিশাপ স্বরূপ। বন্যা বা প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে যে ক্ষতি হয় তা কাটিয়ে উঠতে অনেকটা সময় লাগে। দীর্ঘদিন ধরে তাঁত ব্যবসায় মন্দাভাব থাকায় এ অঞ্চলের তাঁতশিল্পের অবস্থা নাজুক। একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই আর একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানায় এ অঞ্চলের তাঁতশিল্প মাথা তুলেই দাঁড়াতে পারছে না। রুটি-রুজি হারিয়ে এখন অর্ধাহারে-অনাহারে দুর্বিষহ জীবনযাপন করছেন কর্মহীন তাঁতি পরিবারগুলো। ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের আঘাত এই শিল্পের ধ্বংসের মূল কারণ।

৫. প্রযুক্তির সাথে প্রতিযোগিতায় ব্যর্থতা : শাহজাদপুরে তাঁতশিল্প ধ্বংসের অন্যতম কারণ পাওয়ার লুম বা বৈদ্যুতিক তাঁত। পাওয়ার লুমে অল্প সময়ে অধিক উৎপাদন করা যায় এবং বিদ্যুৎ চালিত বিধায় শারীরিক শ্রমেরও প্রয়োজন কম হয়। এ কারণেই অনেক তাঁতি দেশি তাঁত বন্ধ করে পাওয়ার লুমে উৎপাদন শুরু করেছেন। পাওয়ার লুমে উৎপাদন বেশি হলেও

গুণগত মানে দেশি তাঁত অনেক এগিয়ে। তথাপি প্রযুক্তির সাথে প্রতিযোগিতায় ব্যর্থতার ফলে তাঁতশিল্পের অতীত ঐতিহ্য হারাতে বসেছে।

৬. শ্রমিক সংকট : তাঁতশিল্পের ঐতিহ্য সংকটের অন্যতম কারণ হচ্ছে শ্রমিকের অভাব। অন্য পেশার তুলনায় তাঁতের পেশায় মজুরি অনেক কম। একজন তাঁতশ্রমিক একদিনে যেখানে ২০০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা ইনকাম করতে পারেন। সেখানে অন্য যেকোনো পেশা এমনকি ভ্যান বা রিকশাচালকও প্রতিদিন গড়ে ৫০০ টাকা ইনকাম করেন। তাঁতের কাজে কম মজুরি হওয়ায় অনেকে এ পেশা ছেড়ে অন্য পেশা গ্রহণ করছেন (সাক্ষাৎকারে মোঃ শুকুর আলী, ২৯ মে ২০২০)। তাছাড়া এক নাগাড়ে ঘরে কর্মরত থাকায় তাঁতি পরিবারের অধিকাংশ সদস্য নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হন। অনেকের দৃষ্টি শক্তি হ্রাস পায়, কেউ আবার দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে অন্ধত্ববরণ করেন (Abdul Latif, 1997 : 1)। এর ফলে তাঁত শ্রমিকদের একটা অংশ এই পেশা ছেড়ে অন্য পেশা গ্রহণ করছেন। এই কারনেই তাঁতশিল্পে শ্রমিক সংকট দেখা দিয়েছে এবং অনেক তাঁত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যা তাঁতশিল্পের ঐতিহ্য সংকটের প্রধান কারণ।

৭. তাঁতপণ্যের উপযুক্ত মূল্য না পাওয়া : শাহজাদপুরের উৎপাদিত তাঁতপণ্য সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে কম মূল্যে বিক্রি করা হয়। একটি শাড়ি ২৮০ টাকা ব্যয়ে তৈরি করলে তা বিক্রি করেন ৩০০ টাকা বা ৩১০ টাকায়। আবার হাতে পুঁজি না থাকলে বা দুর্যোগের সময় আরও কম মূল্যে কখনো কখনো ক্ষতিতে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হন। যে হারে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হারে উৎপাদিত কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি না পাওয়ায় তাঁতি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। একই সাথে জৌলুস হারাচ্ছে তাঁতশিল্পের ঐতিহ্য।

৮. পর্যাপ্ত সরকারি সহায়তার অভাব : সরকার তাঁতি এবং তাঁতশিল্পের উন্নয়নে শাহজাদপুরে প্রতিষ্ঠিত বেসিক সেন্টারের মাধ্যমে যে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছেন তা অপর্যাপ্ত। শাহজাদপুরে বর্তমানে ৪,৫৬০ টি তাঁতি পরিবার এবং ৪৪৩৭২ জন তাঁতি রয়েছেন। যার মধ্যে মাত্র ১,৭৬৫ জন তাঁতিকে জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়েছে (সাক্ষাৎকারে মোঃ আনিসুর রহমান, ৮ জুন ২০২০)। যা মোট সংখ্যার তুলনায় খুবই কম। বেসরকারি উৎস থেকে ঋণ না পাওয়া এবং সরকারি পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তার অভাবে শাহজাদপুরের তাঁতশিল্প আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছে।

ঐতিহ্যবাহী তাঁতপণ্যের জন্যই শাহজাদপুরের তাঁতশিল্পের সুনাম বাংলা তথা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু নানাবিধ সংকটের কারণে তাঁতশিল্পের সেই ঐতিহ্য আজ ম্লান হতে বসেছে। সরকারি পর্যাপ্ত সহযোগিতা ছাড়া এ অঞ্চলের তাঁতশিল্পের ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। সঠিকভাবে বাজার মনিটরিং করে উপকরণের অতিরিক্ত মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে তাঁতিদের দুর্দশা লাঘবের সাথে সাথে তাঁতশিল্পের ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার সম্ভব। তাঁতশিল্পের ঐতিহ্য সংকটাপন্ন হলেও তা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। সরকারি সুদৃষ্টি পেলে আবারও ঘুরে দাঁড়াবে ভঙ্গুর এ তাঁতশিল্প।

## ৬. উপসংহার

হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প সমগ্র বাংলার গর্ব। আর শাহজাদপুরের তাঁতশিল্প সেই গৌরবের এক অন্যতম অংশীদার। এক সময় এ অঞ্চলের তাঁতের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল দেশ-বিদেশে। তাঁতের খটখট শব্দে মুখরিত থাকত তাঁত প্রধান গ্রামগুলো। আঠারো শতকের

দ্বিতীয়ার্ধে হেনরি পাত্তুলো মন্তব্য করেছিলেন যে, "বস্ত্রশিল্পে পৃথিবীর আর কোন দেশ বাংলার সমকক্ষ হতে পারবে না বা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাংলাকে হারাতে পারবে না" (সুবোধ, ২০০১ : ৭১)। কিন্তু বাংলার সেই বস্ত্রশিল্পই আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের আঘাতে তাঁতিসমাজ আজ সর্বশান্ত। রুচির পরিবর্তন, উপকরণের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং বাজার ব্যবস্থার মন্দাভাব তাঁতশিল্পের ভবিষ্যৎকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। কর্মব্যস্ত তাঁতপল্লিতে তাই আজকাল সুনসান নীরবতা বিরাজ করে। পূর্বপুরুষের কাছ থেকে পাওয়া এ সকল তাঁত, তাঁতির কাছে সন্তানের মতোই আপন। সর্বোচ্চ ভালোবাসা আর আবেগ দিয়ে আগলে রাখতে চায় তাঁরা। লাভ-লোকসান যাই হোক না কেন, খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকতে পারলেই তাঁতের কাজে থাকতে চায় তারা। কারণ তাঁতের সাথে তাঁতির যে মিতালি তা অন্য আর কোনো পেশায় সম্ভব নয়। লক্ষ লক্ষ বেকারের জীবিকা ও গ্রামীণ অর্থনীতির সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য শাহজাদপুরের তাঁতশিল্প অন্যতম এক সম্ভাবনাময় খাত হতে পারে। সরকারের সুদৃষ্টি পেলে আবারও ঘুরে দাড়াবে ভঙ্গুর এ তাঁতশিল্প।

## টীকা

১. 'মহকুমা' হচ্ছে এক ধরনের প্রশাসনিক ইউনিট। ১৮৫৯ সালে সর্ব প্রথম কয়েকটি থানার সমন্বয়ে মহকুমার সৃষ্টি হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জেলা প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনকে গ্রামীণ জনগণের কাছাকাছি নিয়ে আসা। ১৯৮২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে মহকুমা নামের প্রশাসনিক ইউনিট চালু ছিল। ১৯৮২ সালে সরকার প্রতিটি মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

২. ১৭৩৩ সালে জন কে (১৭০৪-১৭৭৯) সর্ব প্রথম 'ফ্লাই শাটল (Fly shuttle)' আবিষ্কার করেন। এটি এক ধরনের বৈজ্ঞানিক মাকু, যা যান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত হয়। ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবকে ত্বরান্বিতকারী একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার ছিল এই ফ্লাই শাটল।

৩. মোঃ শুকুর আলী শাহজাদপুর উপজেলার হাবিবুল্লানগর ইউনিয়নের হামলাকোলা গ্রামের বাসিন্দা। বয়স ৫৭ বছর। পেশায় তাঁতেরমহাজন ও ব্যবসায়ী। শাহজাদপুরের তাঁতশিল্পের এবং তাঁতপণ্যের অতীত ঐতিহ্য ও বর্তমান পরিস্থিতি বিষয়ে তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় তিনি বলেন যে, এক সময়ে এ অঞ্চলে চাদর বোনা হতো তবে বর্তমানে আর বোনা হয় না।

৪. চাকা সদৃশ একটি বস্তু। মাঝখানের কিছু অংশ এবং চারপাশ খাঁজকাটা। পিলিয়মের ঠিক মাঝ বরাবর ১ টা পাইপ থাকে। পাইপের ফাঁকা অংশের সাথে কাঁটাপাতের নোরদ যুক্ত থাকে। এটিই তাঁতের কাপড় বোনার সময় কাপড় টানতে সাহায্য করে। যার ফলে হাতের সাহায্যে টেনে টেনে আর কাপড় বোনার দরকার হয় না।

৫. 'পরমায়ু' শব্দটির অর্থ স্থিতিকাল বা আয়ু। এখানে সুতার পরমায়ু বলতে সুতা এবং সুতা দিয়ে তৈরি বস্ত্রের স্থিতিকালকেই বোঝানো হয়েছে।

৬. তাঁতে কাপড় বোনার সময় মাঝে মাঝেই হঠাৎ করে ত্যানার সুতা ছিঁড়ে যায়। সঠিক সময়ে সুতা জোড়া দিয়ে কাপড় বোনা হয়। যদি সঠিক সময়ে সুতা জোড়া না দেওয়া হয় তাহলে ছেঁড়া সুতাটি এবং তাঁর দুই পাশের থেকে দুই বা তিন ঘর করে সুতা একত্রিত হয়ে মূল কাপড় থেকে কিছুটা ফাঁকা হয়ে যায়। তাঁতিদের ভাষায় তাকে 'চান্দা' বলে। দেশি তাঁতের কাপড় যেহেতু হাতে বোনা হয় তাই চান্দা পড়লে সঠিক সময়ে সেটি তুলে ফেলে সুতা জোড়া দেওয়া হয়। তবে পাওয়ার লুমে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটি না করে চান্দাটি মেশিনের সাহায্যে চেপে দেওয়া হয়। যার ফলে কাপড়ের সৌন্দর্য ও মান খারাপ হয়ে যায়।

## সহায়কপঞ্জি

এড. আনোয়ার হোসেন (২০১৫)। *শাহজাদপুরের ইতিকথা*। সাপ্তাহিক শাহজাদপুর বার্তা, সিরাজগঞ্জ।

এম আবদুল আলীম (২০০৯)। *পাবনা অঞ্চলের লোক সংস্কৃতি*। গতিধারা, ঢাকা।

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ (২০০৭)। *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক গ্রন্থমালা– ৭ : লোকসংস্কৃতি*। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা।

মুহম্মদ আবদুল জলিল (২০০৯)। *শাহজাদপুরের ইতিহাস*। বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ঢাকা।

মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক (২০২০)। *বাংলাদেশের তাঁতশিল্প ও মুক্তবাজার অর্থনীতি*। বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা।

শামসুজ্জামান খান *সম্পা.* (২০১৪)। *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : সিরাজগঞ্জ।* বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

শামসুজ্জামান খান *সম্পা.* (২০১৯)। *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : পাবনা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সিরাজুল ইসলাম *সম্পা.* (১৯৯৩)। *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪–১৯৭১ দ্বিতীয় খণ্ড*। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা।

সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় (২০০১)। *বাংলার আর্থিক ইতিহাস : অষ্টাদশ শতাব্দী*। কে পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা।

L.S.S. O'Malley (1923). *Bengal District Gazetteers Pabna*. Calcutta.

Muhammad Abdul Latif (1997). *Hand Loom Industry Of Bangladesh 1947–1990*. The University Press Limited, Dhaka.

Robert Orme (1805). *Historical Fragments Of The Mogul Empire*. London.

## সরকারি নথি

পরিসংখ্যান ব্যুরো, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় (১৯৯০)। তাঁতশুমারি। ঢাকা।

পরিসংখ্যান ব্যুরো, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় (২০০৩)। তাঁতশুমারি। ঢাকা।

## সাক্ষাৎকার

আব্দুল মজিদ (৭০), তাঁতের মহাজন, কৈজুরী, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ, ৪ সেপ্টেম্বর ২০২০।

মোঃ আক্তার হোসেন (৬৫), তাঁতি, চর কৈজুরী, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২০।

মোঃ আনিসুর রহমান (২৯), কর্মকর্তা, বেসিক সেন্টার শাহজাদপুর, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ, ৮ জুন ২০২০।

মোঃ আব্দুল মজিদ (৫৪), তাঁতের মহাজন, নগরডালা, হাবিবুল্লানগর, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ, ২ জুন ২০২০।

মোঃ শুকুর আলী (৫৭), তাঁতের মহাজন, হামলাকোলা, হাবিবুল্লানগর, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ, ২৯ মে ২০২০।

মোঃ সাইফ উদ্দীন (২০), ছাত্র ও তাঁত শ্রমিক, চর কৈজুরী, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ, ২৫ মে ২০২০।